সংবাদ

তারিখ 13 SEP 2012
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৭

তেজগাঁও পলিটেকনিকে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপে সংঘর্ষ : আহত ২০

● হামলা ভাঙচুর আগুন

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

রাজধানীর তেজগাঁও ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এতে কমপক্ষে ২০ জন আহত হয়েছে বলে জানা গেছে। গতকাল সন্ধ্যার দিকে এ ঘটনা ঘটে। এ সময় ছাত্রলীগ নেতারা লতিফ ছাত্রবাসের সামনে থাকা দুটি মোটরসাইকেলে আগুন, ছাত্রবাসে ভাঙচুর ও ছাত্রদের ওপর হামলা চালায়। তবে এ ঘটনার নেপথ্যে রয়েছে তেজগাঁওয়ের আশপাশ এলাকার চাঁদাবাজি। ছাত্ররা জানায় ছাত্রলীগের এক গ্রুপের ৪০ জন সশস্ত্র ক্যাডার ৪০টি রামদা নিয়ে অপর গ্রুপের ছাত্রলীগ নেতাদের ওপর হামলা চালায়। তারা দেশীয় অস্ত্র নিয়ে উভয় গ্রুপই একে অপরকে ধাওয়া করে। জানা গেছে এ

তেজগাঁও : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৬

তেজগাঁও : পলিটেকনিকে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ঘটনার পরপরই পলিটেকনিকের সামনের রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে রাস্তা অবরোধ করে ছাত্রলীগের জয়-শাহিন গ্রুপ। এ সময় ওই রাস্তায় চলাচলকারী বাসযাত্রীদের চরম দুর্ভোগের শিকার হতে হয়। এছাড়া ছাত্রলীগের জয়-শাহিন গ্রুপের কর্মীরা লতিফ হলে প্রবেশ করে হলের বিভিন্ন আসবাবপত্রে ভাঙচুর চালায়। এতে অন্তত ২০ জন আহত হয়েছে। তারা সবাই জাকির-মাসুম গ্রুপের সদস্য। আহতরা হলেন- রেফ্রিজারেটর অ্যান্ড এয়ারকন্ডিশন বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র তামা দামি ওরফে ফাহিম (১৭), অটোমবোইল বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র জ্যাকি দে জিতু (২২), অটোমবোইল বিভাগের ষষ্ঠ বর্ষের ছাত্র আবু বকর বাবু (২০), অটোমোবাইল বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র তুষার (১৮) এবং ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ৮ম বর্ষের ছাত্র মিলন (২৪)। তাদের সবাইকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

ছাত্ররা জানায় পলিটেকনিকে ছাত্রলীগের পাঁচটি গ্রুপ রয়েছে। এগুলো ২০ ফেব্রুয়ারি ওই গ্রুপগুলো থেকে জাকিরকে সভাপতি ও মাসুমকে সাধারণ সম্পাদক করে কমিটি করা হয়। তখন থেকে অভ্যন্তরীণ কোন্দল চরম আকার ধারণ করে। কমিটি করার পরদিন ২১ ফেব্রুয়ারি ক্যাম্পাসের শহীদ মিনারে ফুল দেয়ার সময় জয়-শাহিন গ্রুপ হামলার পরিকল্পনা করে।